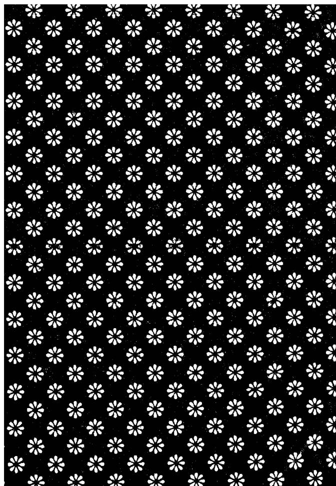
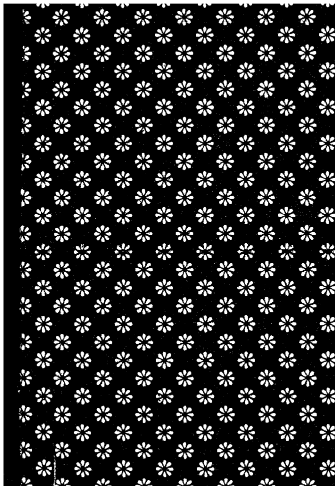




RATNA-HARA.

PART I.

BY

KUSUMESHU KUMAR MITRA.



রত্ন-হার ।

[প্রথম ভাগ ।]

শ্রীকুসুমেষু কুমার মিত্র-প্রণীত ।

Serampore.

PRINTED AT THE "TOMOHUR PRESS,"



October, 1889.

বিজ্ঞাপন।



বস্ত্রহারের কতিপয় বস্ত্র, ইংবাজী-সাহিত্য-ভাণ্ডাব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তবে কেহ যেন না এরূপ মনে কবেন, যে, সে গুলি প্রকৃতপক্ষে অবিকল অনুবাদিত,——কেবল ছাযামাত্র অবলম্বনে গঠিত।

শাবীবিক অসুস্থতা নিবন্ধন পুস্তকেব সমগ্রাংশ একত্র একেবাবে প্রকাশ করিতে পাবিলাম না। 'প্রথম ভাগ' নাম দিয়া কিয়ৎ-অংশ মাত্র এক্ষণে প্রকাশ কবিলাম। যদি পাঠকবর্গেব নিকটে কিয়ৎ পবিমাণেও অন্ততঃ পাঠ-সুখকব বলিয়া বোধ হয, তবে বাবান্তবে 'দ্বিতীয ভাগও' প্রকাশিত হইবে।

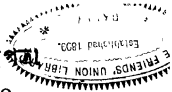
এক্ষণে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কোন্নগব-ইংবাজী-বিদ্যালয়েব প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক মান্য শ্রীযুক্ত কালীকুমাব কাব্যচণ মহাশয় এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিকটে চিবকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ বহিলাম।

বলিতে পারি না কি কুক্ষণেই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ কবিয়াছিলাম, হস্তক্ষেপ কবিয়া অবধি শরীব পীড়িত হইয়াছে। কার্য্য

সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি নাই, দুই এক স্থানে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে;——সহৃদয় পাঠক! অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

কোন্নগর
৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৬ সাল। } গ্রন্থকার।

সূচীপত্র





***

স্তোত্র।———রাগিণী ললিত-বিভাস।——তাল ঝাঁপতাল।

প্রেমোচ্ছ্বাস।———রাগিণী পূরবী।——তাল আড়াঠেকা।

আত্মোৎসর্গ।———রাগিণী ঝিঁঝিট।——তাল একতালা।

রত্ন-হার।

ভস্ম-স্তূপ-ভ্রমে হায়! কেহ না নামিতে চায়,
রতন লুকায়ে কিন্তু রহে কত তায়,
প্রেমিক না হলে, হায়! কে তা'র সন্ধানে পায়,
কে তা'র যতনে, হায়! তুলিয়ে নেযায়?

আশা।

HOPE—From "The Pleasures of Hope."

নিদাঘের নভোগায়, সন্ধ্যার শীতল ছায়,
রামধনু নিরমল উদয়' যখন,
গোলোক-বিস্তার মাঝে, ধীরক্রম নিম্ন-ভুজে,
দূরে নগ-শ্রেণী'পরে করে আলিঙ্গন,—
অভ্রভেদী শৃঙ্গ যার,— ধরাশূন্য একাকার,—
কেন সে,—ভাবুক-আঁখি ফিরে রে তখন?
নিকটে যা কিছু আছে, রাখিয়ে সে সব পিছে,
দূরের সে চিত্রপানে করে নিরীক্ষণ?

দূবত্ব শুধু সে তায় কবে সুধা মাখা,
দূবত্ব সদা সে তায় ঢাবে কুহেলিকা। ১০

হেন কবি, ভাবে ফিবি, আমবাও সদা হেবি,
অজ্ঞাত আযুব পথে সুখময় ছবি।
কে যেন কি কাণে কাণে, বলে সদা সংগোপনে,
"এস পান্থ! কেন ক্ষান্ত, বৃথা দুঃখ ভাবি?"
কত দুঃখে কাটে দিন, দিন দিন আযু ক্ষীণ,
ভবিষ্যে হয়ত হস্তে পাবে সুখাগম,
—সুখ, আসে কি না আসে,—আশে কিন্তু প্রাণ ভা:
বিষাদে—সান্ত্বনা; ভাবি, সফল জনম।
কল্পনা, বিগত যত সুখ-দৃশ্য হতে,
বাছি' বাছি' ধবে চিত্র ভাবী আযুপথে। ২

প্রতিভাসম্পন্ন হেন, কেবে সে মোহিনী, কেন,
বিনি বায হেন, হায়! তুফান ছুটায়?
অদ্ভুত ক্ষমতা তার, ধন্য মানি শত বাব,
পলকে রোগিব' মুখে হাসিমা ফুটায?
পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতি, মাখা বটে দিবা-বাতি,
বিবেক কখন কিন্তু পাবে কি এমন,——

অন্ধ যায় চক্ষু পায়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘি' যায়,
বন্ধ্যাও নিরখে, হায়! পুত্র সুবদন?
"অসম্ভব।"—সমুদ্রব অন্তরে উত্তর,—
"প্রকৃতি অঙ্কিতে বটে পারে নিরন্তর।"

ভুবন মোহিনী আশা। জগতের ভালবাসা,
তোমারি উপরে পড়ি গড়াইয়ে যায়।
প্রতিভা যা কিছু হেথা, সকলি তোমার, মাতা!
কুহেলিকা, সদা ঢাকা দিতেছে তোমায়।
আয়ুময় ভ্রান্ত পথে, কেবল তোমারি রথে,
পারে করিবারে পার, উৎসাহে নবীন।
তোমারি পরশে জাগি, তোমারি সে আজ্ঞা মাগি,
তোমারি নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটি প্রতিদিন।
কে জানে কু, কে জানে সু, আশা যেথা বলে,
শত বাধা পড়িলেও প্রাণ তথা চলে।

বারি ও বীরত্ব।

From "Vanity of Fame."

(ছায়া মাত্র লইয়া গঠিত।)

সামান্য জলায় জন্ম কালে কিন্তু, হায়!
ভাগ্যবলে পেয়েছ আকাশ,
কে বল হে জানে না সে তব ইতিহাস,
জানে না হে, বারিধর! জানে না হেথায়?
বায়ুরূপ দ্রুত রথে চড়ি', আসিয়াছ উড়ি',
বায়ুবই সে দ্রুত রথে ভ্রমিছ ভুবন;
কত নিম্নে ছিলে, কত উচ্চে চলে,
এসেছ এখন?

শ্যামল শৈবালদল-শোভিত সুন্দর
স্বর্ণ-সানু কিরণ শয্যায়,
বটে দুঃখ, তবু প্রাচী কত হাসে তায়,
কণক-আসনে স্বামী—পশ্চিম সাগর!

তুলি ফুল, সৌরভে আকুল—না বুঝি অকুল
অনাথিনী, গঠিল কবরী, ধীরি
কত সে আশায়,
কেন বাদ সাধি, কাড়িলে সে নিধি তুমি, হায়? ১৬।

সামান্য জলায় জন্ম কালে কিন্তু, হায়!
ভাগ্যবলে পেয়েছ আকাশ,
ভুলিলে কি কিন্তু এবে সে দুঃখ-আভাষ,
সময়ে কত সে ব্যথা দেছে যা' তোমায়?
ছিঁড়িল শান্তির তার ছিঁড়িল অন্তর,
সবিৎ লুকা'ল, হেরি সিন্ধু ভীমাকার।
কোথা সে মাধুরী, ধীর তান মনোহর?
নির্ঝরে প্রপাত-হুহুঙ্কার।

কভু হেথা কভু সেথা, চি'কুরে চি'কুরে কথা,
ঝিজরী ঝিকরে, ঘন ঘোর।
অবাক স্তম্ভিত ধরা, কম্পিত উন্মত্ত পারা,
কম্পিত, অথচ ক্ষণে কুহক-বিভোর!
কড়্ কড়্ কড়্কড়! হুঙ্কারি' গম্ভীর ঝড়,
ভাঙ্গিলা বসাল,——

ভাঙ্গিলা প্রাসাদ; দূবে, ভূপতিত সাল।
কাহাবে ক্রোড়েতে ধবা পাবে তবে কাল ?

"অতি উচ্চে উঠিলেই, পড়িবাবে হয়।"—
অবিদিত কাব তা' জগতে ?
তুহিন তুলিতে সাধ,—ঘটিল প্রলয় !—
বব বপু, পবশেই, লাগিল গলিতে।
ঝব ঝব্!—নিবন্তব ঝর্ঝব আবাব,
কোথা অহঙ্কার? "অসাব সংসাব", কথা সাব।
কি পবিবর্ত্তন ক্ষণে সংঘটন
হেব হ'ল তাব!

সামান্য জলায় জন্ম কালে কিন্তু, হায়!
উঠেছিলে কত উচ্চপথে,
অসময় দেখি, বায়ু, আর তাব বথে
বাখিলা কি বাবিধর! রাখিলা তোমায়?
পবম দয়ালু গিবি, তাই, বাবিধব!
দিতেছে নামায়ে তোমা' অতি কষ্ট সয়ে!
—বিচলিত কভু কি হে ধার্ম্মিক-অন্তব?—
যাও সুখে যাও পথ বেয়ে।

যেথা হতে সমুদ্ভব, নীরব' সেথায়,
মিছার, মানব ! তব যত অহঙ্কার !
তোমারও সৌভাগ্য-স্থিতি এই মত, হায় !
অসার সংসার, বন্ধু ! অসার সংসার ।

নীরব জীবন ।

From Pope's "Ode on Solitude"

সুখী সেই জন, যার বাসনা যতন,
পৈতৃক ভূখণ্ড কেন হো'ক না দু'হাত,
তাতেই আবদ্ধ, দৃঢ় বদ্ধ অনুক্ষণ,
(করে) সন্তোষে স্বদেশে দিনপাত। ৪

পালিত পশুর দলে দুগ্ধ বস্ত্র যার,
ক্ষেত্রের শ্যামল বক্ষে অন্ন-সংস্থান,
অগ্নিতরে, তরু, শীতে, ঢালে কাষ্ঠ-ভার,
গ্রীষ্মে, ছায়া, করে কিম্বা দান। ৮

ধন্য সে কোথা দে' আসে, কোথা দিয়ে যায়,
—বাসব, বৎসর, দণ্ড, জানে না যে জন!
ক্রম-নিম্ন-সমতলে বারি-ধারা প্রায়,
নীরবে গড়ায় অনুক্ষণ।

নীরবে? নীরবে।—ভবে কত গোলমাল,
সে কি যায়, ভুলেও সে দিকে কভু, হায়?
সুস্থ দেহ অহরহঃ, সুখে কাটে কাল,
হাসিয়ে জীবন সদা যায়।

সুষুপ্তি শয়ন মাত্রে, প্রীতি সহ পাঠ
একত্রে মিলিত যাব, প্রেমে প্রাণ বয়,
নিরীহ প্রমোদ-সুখে ধায় ক্রীড়াবাট,
মিতাচারে কভু ভ্রষ্ট নয়।

অদৃশ্য অজ্ঞাত প্রায়, পাপ-চক্ষু হ'তে,
পারি যেন, এইরূপে বঞ্চিতে এ ভবে;
অপসৃত হ'ব, অশ্রু না ব'বে কারুতে,
পার্শ্বে'র প্রস্তর' না জানিবে,
কে ছিল, সে গেল কোথা কবে?

রাজা ও প্রজা।

From "Death's Final Conquest."



বংশেব গবব কিম্বা গৌরব পদেব,
অস্তিত্ব বিহীন সব, ছায়া মাত্র, হায় !
নাহি বর্ম্ম এ ধরায়, বিরুদ্ধে কালেব,
বাজাও হিমাঙ্গ হয়ে রহে কালে তায়।
হেমেব মুকুট শিরে,
ক'রে রাজদণ্ড করে,
আজি সে যদিও বসে সিংহাসন' পবে,
স্মরিয়ে যে মোহ-মন্ত্র,
কর-ধৃত-কৃষি-যন্ত্র
একটী কৃষকও যেথা, সেও সেথাত' বে,
একই ভূস্তরে সবে হবে পশিবাবে ! ১১

সুপক্ক প্রান্তরে শস্য, উল্লাসে কৃষক,
বজ্র কবে বীব, সাবে ধ'বে হাতিয়াব,
পাবে বটে ধরণী সে কাটিতে একক,
অবশ ইন্দ্রিয় কিন্তু হবে কালে তাব।
পবম্পব পবম্পবে
বটে তাবা জয় কবে,
সমক্ষে সবাব, বীর-ববণেব তবে,
আজি বা দুদিন পিছে
(কিন্তু) মবণ আছেই আছে,
অনিচ্ছা হলেও সেথা হবে যেতেত' বে,
বন্দিপ্রায় বদ্ধ, হায়! গুটি মেবে মেবে। ১১

সাধের কমল-মালা কোথা সে তোমাব?
শুকাযেছে, পেযেছ যা' বরণের কালে।
বিজেতা ও জেতা—গর্ব্ব কেন তবে আব?—
দেখ কি বক্তেব স্রোতে মৃত্যু-বেদি-তলে।
আমারও জীবন যাবে,
তোমারেও যেতে হবে,
সবারি মরণ কালে হইবে রে ভবে,

ফুটিত কুসুম-সাজে,
—অম্লান কুসুম সে যে,—
ধর্ম্মই অনন্ত ক্রোড়ে দীপ্তি শুধু পাবে,
আর যত লয় প্রাপ্ত সকলি সে হবে। ৩১

অন্তিমে আত্মা।

From Pope's "Dying Christian to His Soul"

দ্যুলোক-প্রতিভা-ক্ষিপ্ত হে জীবন্ত জ্যোতি।
তেয়াগ, কি হেতু আর এ অনিত্যাকৃতি?
ভবসা-কম্পন- স্থিতি-পলায়ন।
যন্ত্রণা রে! মৃত্যু মুখে শেষ আলাপন!
দেহ ক্লান্ত, শ্রান্ত যে রে। আর কেন গতি?
নিবার প্রকৃতি! তব বিবাদ বিকৃতি,
কবি গো গমন।

ওই শুন দেবদূত কি সে বলে যায়,
বলে না কি, "আত্মা বোন! আয় আয় আয়?"
এ—কি—রে আসিয়ে, ফেলিছে গ্রাসিয়ে,
জ্ঞানের ফুটন্ত আলো দিতেছে নিবায়ে

ধীরি ধীবি? ধীরি ধীরি নয়ন ধাঁধায়!
রোধিছে নিশ্বাস! শক্তি, যায় যায় প্রায়'
মৃত্যুর লক্ষণ? ১৪

ওহো। ঘুরিছে, ফিরিছে, ছুটিছে মেদিনী!
নয়ন উপবে ভাসে—ভাসে স্বর্গ খানি।
শ্রবণ-দুয়ার, বাজিছে আবাব.
শুনি দূরে দূতবৎ—বীণার ঝঙ্কাব
স্বর্গ হতে!—স্বর্গ হতে হৃদে অনুমানি,
হৃদিই স্বর্গের দ্বাব স্বর্গ সম জানি।
বৃথা কি বচন? ২১

কি ভয়, জলন্ত চিতা, কি ভয় কি ভয়?
কি ভয় মৃত্যু বা তোমা'! কোথা তব জয়'
মাটীতে উৎপন্ন যাহা, তাই শুধু পাবে,
—জীবাত্মা স্বর্গীয় ধন পুনঃ স্বর্গে যাবে। ২৫

নীরব বদন, আর কথা নাহি সবে,
স্পন্দন রহিত দেহ জাহ্নবীর তীরে।

খালি খাঁচা রবে প'ড়ে- প্রাণ-পাখী যাবে উড়ে,
হে মানব! চিরকাল জাগে তো অন্তরে,
কেন মোহে বদ্ধ দৃঢ় হও তবে ফিরে?

হ'ল সাঙ্গ ভব রঙ্গ,
প্রবাস ঘুচিল রে!
জীবনের যবনিকা
কে ঝাঁপায়ে দিল রে?
কেন গো আত্মীয় সব,
মিছে হাহাকার রব,
তাকাবে আকাশ পানে, হায়! মর্ম্মাহত প্রাণে?
হওগো নীরব
একাই এসেছ ভবে, একা ফের যেতে হবে
জাননা কি এ সংসার, মিছা, এ বিভব?

হ'ল সাঙ্গ ভব রঙ্গ,
প্রবাস ঘুচিল রে,
মোহিনী মায়ার খেলা,
ফুরাল ফুরাল রে!

প্রবাসী পরাণ-পাখী, স্বাধীন আবার,
দেহ সবে পুষ্পাঞ্জলি উদ্দেশে তাহার।

আঁধারে প্রতিভা।

আঁধার আঁধার চারি ধার!
টুটি' তার গাঢ়তার ভার
কে তোমরা ধীরে ধীরে, কভু লতা-কুঞ্জ'পরে,
কভু বা তরুর শিরে ধাও অনিবার?
জ্বল্ জ্বল্ ঝল মল্ কি কোমল ঢল ঢল্
মূর্ত্তি প্রতিভার!

ঝোপে ঝোপে উঁকি ঝুঁকি, কেন মিছে রে জোনাকি?
কি কাজ এ ক্ষীণালোকে—অনন্ত আঁধার—?
মিছা লোক হাসাহাসি, নাহি আমি ভাল বাসি,
ঘুচিবে কি কিছু তার কিছু ভার'আর?
অনন্ত অনন্ত স্তরে, ঘোর কুহেলিকা করে,
ছুটিছে আঁধার'পরে আঁধারের ভার,

নাহি ছিদ্র নাহি ফাঁক কেন বৃথা কর জাঁক,
থাক্ থাক্ রে জোনাক ! কি সাধ্য তোমার—
কি সাধ্য ঘুচাবে তুমি এ ঘোর আঁধার ? ১৪

ছি, ছি, নর !
এ হেন অসার কথা বলিও না আর ।——
একা একা যদি হই, মানি মোরা কেহ নই,
কিন্তু, দশে দশে শতে শতে হাজারে হাজার
যদি, মিলি এক বার,
ফিরি, লক্ষে লক্ষে অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে সারে সার
যদি, মিলি আর বার,
পারা যায় না কি ঘুচাইতে কিছুও আঁধার ?
তিলে তাল তালে তিল, জানে এ সংসার । ২৩

বলেছ যা,—"নাহি ছিদ্র নাহি ফাঁক।"—মানি কথা ।
কিন্তু, প্রতিক্ষেপে যদি তিল' নাশা যায়,
সময়ে কি নাহি নাশা যাবে সমুদায় ? ২৬
তাই বলি, ছি, ছি, নর ?
এ হেন অসার কথা বলিও না আর,
আঁধারে প্রতিভা ক্ষীণে হের কি বাহার ?

রবি ও রবিচ্ছবি।

"চক্রবত্ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

করিল প্রস্থান দিবা করিল প্রস্থান।
আলোভরা ধরা, ক্রমে গভীর তিমির নেমে
ফেলিল গ্রাসিয়ে; শেষ, গ্রাসিল বিমান।
করিল প্রস্থান দিবা করিল প্রস্থান!
গিয়াছে স্বস্থানে ভানু,
অভিমানে ম্লান তনু,
ভাবে, রাজ্য এততেও রাখিতে নারিনু!
কি দুঃখ কি পরিতাপ!
কার হেন অভিশাপ!
কিছু আগেতেও রাজ্য হতে অবসান,
কেন এর চেয়ে অহো! গেলনাক' প্রাণ!!

যেতে রাজা যায়, রাজ্য যায়?—হায়! হায়!
সে কি এক পা'ও সরে?   যেথাকার সেথা, ফিরে
কাল-চক্র'পরে ;—
কালেরি স্রোতেতে অঙ্গ ঢালিয়াছে সে রে!
অভিনব ভূপ, ফিরে আসিবে সেথায়,
হরষে হৃদয়-বাসে, সে, ধরিবে তায়।
চারিধার সৌধসার বেষ্টিত প্রাচীরে!—
হে ধনীন্! আজি যেথা, হেরি হে তোমারে,
কে জানে, হয়ত কাল'   কত নদ-নদী-খাল
পারে প্রবাহিত হতে, তাহারি উপরে!
তুমি চেয়ে র'বে, হায়! সে কি চাবে ফিরে'?

করিল প্রস্থান দিবা করিল প্রস্থান!
উঁকি ঝুঁকি' থেকে থেকে,   কত তারা লাখে লাখে
ভরিল রে স্থান,——
ভরিল ভুবন; সুধা, বহে কাণে কাণ।
অমা'র আধার, আজ'
সে—হয়েছে বাজ'!
——ভয়ে বিধু লুকায়েছে তাজ';

না চায় ফিরেও আর,
না দেখায় মুখ তার।
ফেটে প্রাণ শত খান, হানে যেন বাজ।——
খদ্যোতের ঝিকি মিকি,
সেও ধায় দেখা দেখি,
——হীরা হারে, প্রভা ঝরে,——দিয়ে যায় লাজ।——
যেথা দেখ, তরু লতা পরা হেম-সাজ। ৩৬

কবিল প্রস্থান দিবা কবিল প্রস্থান।
শর্ব্বরী আবার এ'ল, সেও যায় যায় হ'ল,
"যায়! যায়!" পাখী গায়,—বনে বনে তান।
কবিল প্রস্থান দিবা কবিল প্রস্থান!
এল উষা এল ধেয়ে,
সৌরভের ভার নিয়ে
প্রভাত পবন' গেয়ে—গেল, তার গান;
হেলা 'নত, প্রস্ফুটিত সরোজ-বয়ান।
এইবার ?——
এইবার কোথা আর যায় হারা তার ?
এ'ল ফিরে এ'ল রবি, মোহন কিরণ-ছবি
ব্যাপ্ত চারিধার;——

এই দুঃখ এই সুখ,—নিয়ম ধরার।
আবার রবিও যাবে,
আবার শশীও পাবে
সম্ভ্রম সে তার,
এই দুঃখ এই সুখ,—নিয়ম ধরার।
এই দুঃখ এই সুখ,—জান যদি, হায়!
কেন তবে ভাস পুনঃ মিছা ভাবনায়?

স্তোত্র।*

যে ভাবে যখন রাখ, সে ভাবে তখন থাকি।
কি আবাসে কি প্রবাসে তব নাম ধরে ডাকি।
তুমি পিতা, তুমি মাতা তুমি ভগ্নী, তুমি ভ্রাতা
তুমি যথা সব তথা, বিহনে আঁধার দেখি।
কে পতি কে পত্নী কার, কে বা কার পরিবার,
একা তুমি মূলাধার, তুমি ছাড়া সব ফাঁকি।
ধায় শূন্যে অহরহঃ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কেমন সুন্দর দেহ, সুন্দর কিসে জানি কি?
আলোক যাহার আছে, সব(ই) আছে তার কাছে,
আঁধার অন্তরে যার, অন্ধ সে আলোকে থাকি।

কেমনে মোহিনী লীলা বুঝিবে, মানব ?



কপালে না থাকে সুখ, কে ঘুচাবে বল, দুঃখ ?
থাকিলে আবার সুখ, কে ঘুচায় তায় ?
যন্ত্রমাত্র তুমি, নর ! মন্ত্রে মুগ্ধ নিরন্তর,
জান না কি, বদ্ধ তুমি কি ঘোর মায়ায় ?

অদৃশ্য বিমান মাঝে, অদৃশ্য আসন বাজে,
অদৃশ্য দেবতা সদা বসিয়া সেথায়,
নিবিড় কুহেলি' ঢালা, যেথা দেখ মেঘে গোলা,
কেমনে মোহিনী লীলা, বুঝিবে সে, হায় ?

কভু শোক কভু রোগ কভুবা আবার ভোগ
করিতেছ দেখ কত সুখ নিরন্তর,
কিন্তু, বল দেখি, হায় ! বাসনা হ'লেও, তায়
বাড়াতে বা কমাতে কি পার তুমি, নর ?

না মান, মানাতে হায়! কবিও নাহিক চায়,
কিন্তু যে জনমান্তর আছে যে নিশ্চয়,
মুক্তি কণ্ঠে, শতবার পারেতো' বলিতে আর,
স্বভাব হতেই তার অনুভূতি হয়।

শত অট্টালিকা কার কতবা শোভিত চারু!—
অভাবে তরুর তল কারুবা আশ্রয়,
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত, কারুবা যে প্রতিহাত,
দিনান্তেও কিছু যোট কারুবা না হয়।

কেন হেন কহ দেখি, নাহি হেতু সত্য সে কি?
বারেক ভাবিয়ে, কিন্তু দেখ দেখি, নর।
"জনমান্তরের ফল।" ভেদি' হৃদি-শতদল,
দেয় কি না দেয় তা'য়, বিবেক, উত্তর।

স্মরণ যদ্যপি র'য়, পরীক্ষা কেমনে হয়।
আগেকার যত কথা তাই ভুলি সব।
হেথা দেখ, মোহে ভরা, মোহেরি রচিত ধরা,
কেমনে মোহিনী লীলা বুঝিবে, মানব?

যৌবন।

"नलिनी-दल-गत-जलमतितरलं। तद्वज्जीवनमतिशयचपलं ॥
क्षणमिह सज्जनसङ्गतिरेका। भवति भवार्णवे तरणे नौका ॥"

এক বৃন্তে ফুলত্রয়, ভাবত্রয় তা'য়,—
আধ ফোটা, ফোটা কেহ, কেহ চ্যুতপ্রায়!
দেখেও এ, তবু লোক, বুঝে না যে হায়!
এই যেটী ফুটে, কেন তাই ঝোবে যায়? ৪

যৌবন! মোহন শক্তি কত সে তোমার,
কেমনে বর্ণিব আমি, কি সাধ্য আমার?
বালক ব্যাকুল,—শ্মশ্রু, নাহি হ'ল বা'র!
প্রাচীন ভাবে, পূর্ব্বশ্রী, হবেনা কি আর? ৮

বালক, পুলক' মন—আসিবে যৌবন!—
দশের মাঝেতে, হবে, সেও একজন!
স্থবির,—শিয়রে কাল—তবু হেন মন,
পারে যদি হ'তে রে সে যুবার মতন।—১২

গৃহে নাবী যৌবনেব অগাধ সে শ্রেমতে,
ঠিকবে স্ফুটিত শত গোলাপ গণ্ডেতে!
বাসনা সম্ভোগে, শক্তি, কোথা কিন্তু তাতে?
ভাবে বসে, মনোমত পাবি না কি হতে?

বালক! বাসনা তব এ দেখেও, হায়!
পাইতে যৌবন ত্বরা, আবো সাধ যায়?
আসিবাব দিন যবে, আসিবে সে হায়।
মবণ(ও) তেমনি, লীন হ'তে হবে তায়।

কবহ প্রার্থনা যা'য় সৎপথে জীবন,
আপনা হ'তে সে ভেসে যায অনুক্ষণ!
হ'বেনা তাহলে, আব কাঁদিতে এমন,
জীবন মবণ মুখে! নাহি কি স্মবণ?

ফড়িঙ্।

— (০·০):—

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

বিরলে উদ্যানে, দূরে   একটী গোলাপ'পরে,
আহা কি ফড়িঙ্ এক অই উড়ে বসিছে!
মধুর মাধুরী-মাখা   মঞ্জুল দু'খানি পাখা,
থেকে থেকে বায়ুভরে দুলে দুলে উঠিছে।

কি সুন্দর বর বপু!   প্রভাকর, চুপু চুপু
আপনি গলিয়ে তা'র প্রতিভাত হয়েছে।
আপনি মাধুরী বুঝি,   আপন আপণ ত্যজি',
বাছি অই তনুখানি আশ্রয় 'সে লয়েছে!

রে ফড়িঙ্! রে ফড়িঙ্!   সুহৃদ্—সুখী ফড়িঙ্!
সরমে মরমে মরি, বলিতে তোমায় যে,
দেখেও হায়! এমন,   চেতেনা মানব-মন—
চেতেনা, এ মোহ-শয়ন তবুত' না ত্যজে!

নমিবে সে শিল্পকারে, যে জন তোমার তরে,
এহেন মোহন বেশ নিরমাণ করে—ছে—
ওহো! কি নিঠুর!—ওই!— কই?—কোথা গেল?—কই!
অবোধ বালক এক ধ'রে অই ফেলেছে।

দাও দাও ছেড়ে দাও, ছি, ছি! ভাই! ছেড়ে দাও,
জান না কি, কোন জীবে কষ্ট দিতে নাই রে?
বহু দূর পথ বেয়ে, পড়েছে আক্লান্ত হ'য়ে,
বিশ্রাম করিতে ছিল ফুলে বসে তাইরে!

সোনার ফুল।

(চন্দ্র।)

[প্রেমিকে প্রেমিকে পরস্পর পরস্পরে 'বিধুমুখ' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, এবং বৈজ্ঞানিকেরাও তদুপলক্ষে তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে ত্রুটী করেন না;—কবিতাটী, তদ্বিষয় লইয়াই গঠিত।]

কে তুমি সোনার ফুল! এ নবীন ভোলে?
বিমল বিমানে জল, কি কোমল ঢলঢল্!
মধুব এ নীল-স্রোত দিবে তা'য় ঢেলে,
হেসে হেসে এলে ভেসে কোথা হ'তে চলে?
তপন যখন ছিল,
ছিলে কোথা বে?
সেও যাই চলে গেল,
এলে হেথা বে?
কি ভাব কে জানে চন্দ্র! কে পাবে বে বলে?
সোনাব পদ্মটী বুঝি ভাসে বে সলিলে?
হেমেব উষ্ণীষ শিবে।—হাজাব হীবায
বাড়ায সম্মান যা'ব, ঝল্ মলি' চাবিধাব
আভায় ভাসায়;—আভায় ভাসায়, হায়!
ক্ষবে সুধা, হবে ক্ষুধা, জীবন জুড়ায।
দিনমানে হেন ভাব নিরখি কি কভু?
ববিব ছবির কাছে কেন নিভু নিভু?
সাবাটী ধবিত্রী, হায়! রৌদ্রে যবে পুড়ে যায,
বহিত্র, তোমাব ভেলা, কেন নাহি পায?
কেন নাহি তোবে আসি' জগৎ-জনায়?

নীরবে বাহিরে ভেলা, আসিয়াছে এবে,
নীরবে বিহ্বল হ'য়ে, একটী দৃষ্টিতে চেয়ে
আছে দেখ সবে ,—
আছে দেখ সব, যেন চিত্র-পুত্তলিকা হেন
হায়রে নীরবে।
দিবসে এ ভক্তি তবে কোথা ছিল ডুবে ?

কোথা ছিল, দিবসেতে, দেখিনিত' নয়নেতে
দেখিনিত' হায় !
হায়রে জলে কি স্থলে ! কভু কি লুকায়ে ছিলে ?
সময় বুঝিয়ে তুলে আনিলে হে তা'য় ?
কহ শশি ! এত হাসি পাইলে কোথায় ?

অথবা কি, গিয়াছিল রৌদ্রে চক্ষু ক্ষবে,
দেখিতে তোমারে তাই,
হায়, চন্দ্র ! পাই নাই,
পাই নাই, হায় ! তাই,
এতক্ষণ ধবে,
ক্রমে রৌদ্র গেল চলে,
পড়িল পড়িল ঢলে ,——

সন্ধ্যার শান্তির জলে
পেয়ে চক্ষু ফিরে,
আবার দেখি তোমারে এতক্ষণ পরে! ৪১

হে চন্দ্র!
আবার দেখি তোমারে এতক্ষণ পরে!
কেন হেন হয়, দেখি, হায়! চন্দ্র, কবে তা'কি
কবে দয়া করে?
কবে তা'কি কি রহস্য আছে হে ভিতরে! ৪৬

সত্য সে কি,—এ মাধুরী নয় হে তোমার?
অস্তিমে রবির, তুমি, লইয়াছ ধার?
যে মাধুরী ওই, রবি! ঝরিছে চৌধার ধীরি,
উজলি অম্বর-তল
উজলিছে ভূমিতল,—
নদীজল, বনস্থল, তরু, সৌধসার,
কুটীর,—নিকুঞ্জলতা,—কুসুম-আগার! ৫৩

অস্তিমে রবির, তুমি, লইয়াছ ধার?
ধার-ধন, আভরণ তব, সুধাধার?

হাসি পায় শুনে কথা, মর্ম্মে বড় পাই ব্যথা,
নিশ্চয় উন্মাদ সেই,
হেন ভ্রান্ত কথা, যেই
কহে বাবে বার। ৫৯

সত্য সে কি,—কোলে উঁটী মৃগ-শিশু নয়?
সত্য কি,—আকাশ বুড়ী নাহি হোথা রয়?
উত্তুঙ্গ শেখব সাব, বনভূমি, পাবাবাব,
গহ্বব কন্দব, যাব
ঘন ঘোব অন্ধকাব,
ভানুভাতি-গতাগতি নাহি যেথা বয়,
তাহাদেবি ছাযা, মবি! ওই সমুদয়? ৬৬

ওই যদি, তবে অত ক্ষুদ্র তুমি কেন?
তুমিত' দেখিতে ভাই থালা খানি যেন!
থালাব সমান দেহে কেমনে ও সব বহে?
বৈজ্ঞানিক! "দূবে আছে তাই হেবি হেন?"
হলেও পাবে তা' হতে বুঝিলাম যেন;—
কিন্তু হায! এ হৃদয় না বুঝিবে তায়!

দেবজ্ঞানে দিবা-রাত্রি সে নিক্ষেপে তার প্রতি
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—হায়! প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি।—
প্রাণ খুলে গান তা'র নিশি-দিন গায়।
উন্নতি?
বিজ্ঞানে উন্নতি প্রাণ নাহি আর চায়।
(অথবা) সকলি করিতে পারে, যা কেন বলনা তারে,
বলনারে হায়!
(তবে) বারেক পূজেছে যারে, আর কহিবারে নারে,
ভক্তির প্রতিমা ছাড়া অন্য কিছু তা'র। ৮২

ভক্তিই দেখায় চন্দ্রে সুধার আধার,
ভক্তিতেই নব মুখে প্রতিবিম্ব তা'র;
কভু বা কলঙ্ক দাগে, কভু কজ্জলের রাগে
যে ভাবে যখন কবি আনে প্রাণে তা'র,
সে' ভাবে তখন তা'র অঙ্কিত আকার।
প্রাণের অধিক মানি, যে মূরতি খানি,
সোহাগে-সোহাগ মাখি বিধুমুখ বলে ডাকি,
ডাকি আমি। শুনি'—

বৈজ্ঞানিক! কেন হায়! তুমি ব্যথা পাও তায়,
কর কাণাকাণি? ৯২
তুমি বল,
"অকলঙ্ক চন্দ্র হেন, দিতেছ উপমা যেন,
প্রকাণ্ড সে জড়পিণ্ড মাত্র, কিন্তু জানি।
কেন হেন অসঙ্গত কহ কথা অবিরত,
কেন তবে বলনা হে, ধবামুখ, শুনি?
বৈজ্ঞানিক! কেন নিতি এ অসার বাণী?
বল তুমি লক্ষবার জড়চন্দ্র, জড় আর—
নেহারি' যা কিছু নভে আছে প্রভাধার।
বল, কিন্তু, প্রাণ তার আগেও যেমন, হায়!
পূজেছে, এখন' পূজা করিবে তাহার।

স্রোতে ফুল।

কত দূরতর স্থানে আছিলে ফুটিয়ে ফুল
স্রোতে আসি কেমনে পড়িলে?

কেমনে কে বল, হায়! আনিয়ে হেথায় হেন,
দিয়ে গেল ডালি তোমা' জলে?
পাষাণে গঠিত প্রাণ, পাষাণ নিশ্চয় সে যে,
কি সংশয় আছে আর তায়!
যতনের রতনে এ, অযতনে হেন, হায়!
কে নহে ফেলিয়ে আর যায়?

কে নহে সারের সার, যতনের রতনে এ,
প্রয়োজনে কাককে না দিয়ে,
বিনা ভোগে অনাদরে, না ধ'রে হৃদয়ে হায়!
দিয়ে যায় তরঙ্গে ভাসায়ে!

কি বিলাসী, কি উদাসী, প্রবাসী, তাপসী কি বা,
কে সে হেন, না চায় তোমারে?
কে সে হেন আছে হায়! —কঠিন, দেখেও তোমা'
বাসেনা বাসনা, দেখে ফিরে?

প্রয়াণ-উন্মুখ বৃদ্ধ, শিয়রে শমন যার,
তারো সাধ ধরে তোমা' বুকে,
মাস কতকের শিশু! সেও তোমা পেলে, ফুল!
কত হাসি ভাসে তার মুখে!

আবদ্ধ প্রণয়-পাশে, প্রণয়ীর পাশে যেবা,
মাতোয়ারা সেও হে যেমন,
নীরস মরুভূ' হেন, নীরস হৃদয় যার,
অনুরাগ তারোত' তেমন! ১৪

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হে তুমি, শ্রেষ্ঠ তুমি সকলের,
কে দিয়েছে তোমারে হে ডালি?
কে জানে, কেমনে ওরে কেমনে প্রাণ ধ'রে সে
স্রোতে হেন দিয়ে গেল ফেলি'! ১৫

এই উঠি, এই পড়ি!— কত দূর আরো হেন,
কে জানে সে, ভেসে তুমি যাবে!
কে জানে সে, কভু আর হায়! ভবিষ্যতে, ফুল!
কূল তুমি পাবে কি না পাবে? ১৬

কূল, তুমি—পেতে পার; কূল, আমি কিন্তু, ফুল!
কে জানে যে পাব কি না পাব।
এ স্রোত——সংসার হ'তে, এড়ায়ে তুফান দায়
ফিরে ঘরে যাব কি না যাব! ১৭

ভেসে ভেসে যারা, ভাই! চাই কি হৃদয়ে আর
নিমেষ' থাকিতে এ সংসারে?
যেতে হবে।—হবে যদি, কেন বিধি তবে আর
কাটে বৃন্ত পড়ি স্রোত-নীরে।

এড়ায়ে এ স্রোত হতে, তব প্রেম-স্রোতে, প্রভু!
ভেসে যা'ক হৃদয় আমার;
মোহের এ অন্ধকার রবেনা নিকটে আর
সুখে পার হ'ব পারাবার।

শোভাধার পুষ্পকলি, চ্যুত সে যদিও বটে
বৃন্ত হতে——পিঠি হতে তার,
শোভার আছে কি কমি! বরঞ্চ দ্বিগুণ এবে;
প্রেমে প্রাণ তেমনি আবার।

হায়! নর! কি দেখবে! দেখ চেয়ে একবার,
কালে ফুল (ও) দ'লে কালে যায়,
ধনে, মানে, কুলে, শীলে, যত কেন বাড় নাক'
শেষে সব এক' দশা, হায়!

এই আছে, এই নাই, কি দেখি এ' ভাই ?

"Life is but an empty dream."

এই আছে, এই নাই, কি দেখি এ' ভাই ?
কি এ' যে ভাবের স্রোত, ছুটিতেছে ওতপ্রোত ?
ছুটিছ তুমিও তায়, অথচ কি, তাই
জাননা, জানিতে হায়! বাসনাও নাই ?

কি এ' যে ভাবের স্রুক, নাহি কি হৃদয় কারু!
বুঝেও বুঝেনা যে, এ' কি দেখিতে পাই!
কি দেখিতে পাই, ওক্ষে কি ভাব এ' চারিধারে ?
এই যারে হেরি, ফিরি কেন হেরি—নাই ?

তুমি মর, আমি আছি, আছে কত আর,
দেখিতে সে মৃত্যু তর, ভাসাতে অশ্রুতে ভর,
ঘরে ঘরে তুলিতে সে কত হাহাকার।
কেন কিন্তু হেন, তা' কি ভাবে একবার ?

উপযুক্ত পুত্র কার গিয়াছে মরিয়ে;
অন্ন-সংস্থান রে তার কেমনেতে হয় আর!
দুর্ব্বার ভাবনা-ভার পড়েছে চাপিয়ে;
আকুল ভাবিয়ে, তাই কাঁদে ফুকারিয়ে।

ভূপতিতা কোন লতা লুটিছে হুতাশে।
কত সে বক্ষের রক্ত শুকায়ে, করিল শক্ত,—
অকালে প্রসূনটী সে গেছে তার খ'সে!
আশায় বঞ্চিৎ, তোড়ে তাই যায় ভেসে।

অবিরত কত শত দেখিবে এমন,
কোথা কিন্তু বল, ভাই! হেন একজন পাই,
বুঝে, যে, তাকেও কালে ধরিবে শমন,
উচিত, প্রস্তুত তাই থাকা, সর্ব্বক্ষণ।

কোথা কিন্তু বল দেখি, বল দেখি, ভাই!
হেন একজন পাই, কিছু অন্য চিন্তা নাই,
চিন্তা শুধু, কেন "এই আছে, এই নাই?"
এই আছে, এই নাই, কি দেখি এ' ভাই?

কালেতে কালের চক্র ঘোরে অনিবার,
পার্থিব সকলই হায়! লগ্ন ওই চক্র গায়,
এই যায়ে হেরি, হেরি, তাই, নাই আর!
কিছু দিনান্তর' কিন্তু আসিবে আবার। ৩২

[এইরূপে প্রবোধিয়ে অন্তরে আপন,
বিজনে শোকার্ত্ত কোন', সস্বরে রোদন।]

হাওয়া

দেখিতে কখন তোমা' নাহি যায় পাওয়া,
কেবল পবন মাত্র করি অনুভব;
কে তুমি, জনম-ভূমি কোথা তব, হাওয়া!
কোন ব্রত উদ্‌যাপনে তোমার উদ্ভব? ৪

ঝুরুঝুর কি মধুর সে তান তোমার,
চুপ্ চুপ্ এসে যবে লাগ তরুগায়!
বিভোল পাগোল প্রাণে কি যে হয়'মার,
কেমনে বলিব হাওয়া! আসে কি ভাবায়? ৮

কত দণ্ড, কত পল, কত ঘণ্টা আর,
কত দিবা, নিশা কিম্বা, দেখিতে দেখিতে
কাটিল যে হেন ভাবে, সাধ্য হেন কার,
কে পারে বলিতে, হাওয়া কতদিন হতে ?

কে কহিল আজ্ঞা হেন বহিতে তোমায়,
বল রে বল রে হাওয়া! কোথায় সে জন?
কত দিন আর' হেন বল সে আজ্ঞায়,
হবে রে বহিতে তোমা' হবে রে এমন ?

থামিল ঝর্‌ঝুরু ঝুরু আবার সে রব,
আবার ক্ষণেক তরে নীরব চৌধার;
পরশ'না পাওয়া যায়, কি ভাব এ সব ?
প্রাণের ভিতর কত উঠে হাহাকার!

"কোথা হাওয়া? কোথা হাওয়া? গ্রীষ্মে প্রাণ যায়!—"
ঘরে ঘরে উঠে ধ্বনি, প্রতিধ্বনি যত।
কি ভ্রম! নিশ্বাস ত্যজে ফেলি কিসে, হায়!
দেখ মানবের ভ্রম কত অবিরত!

বিলক্ষণ শিক্ষা, আজি দিব্য চক্ষু ভাই'
মিলিল তোমাব ঠাঁই হাওয়া হে আমার!
৯ চক্ষু আছে তবু মায়ে দেখিতে না পাই,
বাবেক অথচ, ছাড়া হলে, বাঁচা ভার।

দেখিলে আকার মিলে অবশ্য-অন্তরে,
না দেখিলে, সাধ্য কা'র দেখাবে তোমায়?
ঝুর্‌ঝুর্!—হাওয়া হাঁকে, মাও ডাকে ফিরে,
অতুল সে স্নেহ-মাখা-স্বর আয়! আয়!

সুদূর উদ্যানে, বনে, ফুটিলে কুসুম,
মধুর সৌরভ তার হাওয়া হেথা আনে।
অনন্ত শান্তিতে সুতে পাড়াইতে ঘুম,
মা ডাকে; বিবেক ভোর সে প্রেম-আঘ্রাণে।

প্রভাতে ভ্রমণ।

সিঁদুর বরণ নবীন তপন
ওই যে আবার প্রাচীর কোলে,
খুলিয়ে উষার রঙ্গিণী দুয়ার,
উঠিল ফুটিয়ে নবীন ভোলে। ৪

রাঙা শাদা রাঙা মেঘ ভাঙা ভাঙা
হেথা হোথা সেথা গগন-গায়,
নব রশ্মি গুলি ছোট মাথা তুলি,
ঢুলে ঢুলে তার পিছনে ধায়। ৮

ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরিছে নির্ঝর——
গজ-মুক্ত-ধারা যেন রে হায়!——
মাখি ভানু-ভাতি প্রশান্ত মুরতি
ধাইছে সরিৎ অচল গায়। ১২

কবি কল্ কল্ তটিনী সকল
হেলে দুলে কিবা বহিয়া যায়!
অনিল আঘাতে বিমল বুকেতে
কতই লহরী ফুটিছে তায়!

ফেলিয়ে ক্ষেপণী অসংখ্য তরণী,
ঝব্ ঝব্ ঝব্ যেতেছে ভেসে,
তরঙ্গ নিকর করি তর্ তর্
ভীম বেগে তায় পড়িছে এসে।

ফুরু ফুরু ফুর্ ঝুরু ঝুরু ঝুর্
প্রভাত-পবনে কাঁপিছে পাতা,
সুমধুর বুলি গায় পাখি গুলি,
নিশার-নীহারে শোভিত লতা।

ফুটন্ত বকুল, গোলাপ মুকুল,
তরু আলো করি' রয়েছে কিবা!
জাঁতি যূথী সব ছুটায় সৌরভ,
উছুলিছে তায় মধুর বিভা।

ভন্ ভন্ ভন্ করিছে গুঞ্জন,
কুসুমের বাসে বিভোল অলি;
সরস-সলিলে মৃণালে মৃণালে,
উঠেছে ফুটিয়ে নলিনী গুলি। ৩১

সুখের প্রভাতে সুখের ক্রোড়েতে
সকলই সুখেতে ভাসিছে, হায়!
যে দিকেতে চাই, ফিরিতে না চাই
তাপিত হৃদয় জুড়ায়ে যায়। ৩২

এ হেন প্রভাতে কেবল ঘুমেতে
নীরব হইয়ে রয়েছ ভাই?
না জান, কি ধনে নাশ অযতনে,
হতভাগ্য তুমি ঘুমাও ভাই।

আবাসে প্রবাসে।

[অভাগিনী আমার জননীর নিভৃতে রোদনধ্বনির প্রতিধ্বনি লইয়া গঠিত।]

গেছে সে সুখের দিন কতদিন রে,
সুখের সে ছবি খানি ডুবু ডুবু প্রায়!
জাগে শুধু স্মৃতি এক অতি ক্ষীণ রে,
কে বল স্বপন মাত্র যেন রে সে, হায়!

বৃথা আশে বুক বেঁধে চক্ষু মুছি বটে,——
বারেক নিভে যে দীপ গেছে কিন্তু, হা'য়,
কে তায় ত্বরায় আর জ্বালাইয়ে উঠে!
হতাশে আমার প্রাণ, তাই, ভেসে যায়।

বসন্তে প্রসূন-পুষ্প ফোটো ফোটো প্রায়
মলয়ায় দোলে যথা দিবস রজনী,
আমিও সে আছিলাম কালে তথা, হায়!
হাসে যথা আপনারি বাসে সে আপনি।

কোথা গেল সে সুখ রে কি হ'ল কি হ'ল !
কোথা সে অনন্ত সুখ-শান্তি রে আমার ?
অনন্ত ? অনন্ত যদি, নিধি হারাইল ?
কিছু চিরস্থায়ী নয়, হায় ! এ ধরার !

চারিধার হাহাকার !—শোকের তুফান !—
শোকেরি সমুদ্রে সব হেরি ভাসমান।
পড়ি কি—মোহের ফাঁদে, হের নর-নারী কাঁদে,
কাতর তরাসে ঘোর—বুকফাটা বান।——

এক আসে, আর যায়, ফিরি নব নব ধায়,
নব ভোর নব ঘোর সতত হেথায় ;
এক উঠে, আর পড়ে, এক ভাঙে, আর গড়ে,
কভু কি নিরবচ্ছিন্ন কেহ সুখ পায় !

প্রতিক্ষণে ভাগ্যলক্ষ্মী ত্যেয়াগেন স্থান,
এক স্থান এক প্রাণ কখন কি চান ?
এই হেথা পুনঃ হোথা, দিবারাত্তি হেথা সেথা,
নাশিতে ভবের ব্যথা সদা আগুয়ান।

গেল সুখ, গেল সাথে স্মৃতিও কেন না?
তাহ'লেত' হায়! এত হ'তনা যন্ত্রণা!
চিন্ দুঃখে দুঃখী যেবা, তার দুঃখ বল কিবা,
পেলে পেতে পারেত' রে সে তবু, সান্ত্বনা। ৩২

কত হ'ল কত গে'ল কত ক্লান্ত কায়!
ব্যথা গেল চিহ্ন র'ল সেকি যেতে চায়?
লোক মরে ঘরে ঘরে, শোক কিন্তু ক্ষণ'তরে
মরিতে কি চায়?
আবাসে প্রবাস হল এই দুঃখ, হায়! ৩৬

কোকিল।

জয় হো'ক, হে নিকুঞ্জ-নিবাসী কোকিল!
অগ্রদূত বসন্তের,
অন্ত শীতদুরন্তের—
নাশক—সে' ভীম তীব্র ভ্রূকুটি কুটিল।—
মধুর সপ্তম স্বর
জগজ্জন-মনোহর,
কুহু বোল—ভোল, প্রিয়—বসন্ত-অনিল। ৭

বহুদিন শুনি নাই, স্বর ও তোমার
এ নিকুঞ্জ মাঝে আর,
মাতাতে এ প্রাণামার
মাতাতে এ দুঃখময় জগৎ-সংসার,
দুরন্ত শিশির দাপে
দিবানিশী কেঁপে কেঁপে
ছিল যাহা এতকাল তন্মমাত্র সার। ১৪

হে ভাই। তাইত' আজি এ নিকুঞ্জে ফের
শুনে ও মধুর গান,
মধুর ও কুহুতান,
আলিঙ্গিত, বনভূমি 'ধ্বনি ও স্বরের,
পুরিল পুলকে প্রাণ,
ভরা প্রীতি ফাগে কাণ,
গাহিল ও গুণ তব কাল বরণের। ২১

এস রে! বস রে ভাই! অই যে আবার
দু'ধারি অশোক লাল,
মুকুলিত চূত-ডাল
আপনি প্রকৃতি, স্থান করে সংস্কার,

সুরম্য নিকুঞ্জ মাঝে,
ভুবনের সেবা সাজে ;
ব'স আসি', সুখে ভাসি' গাও গান্ আবার।

সুখেরি বিহগ তুমি ওহে পিকবর!
য'দিন সুখের স্রোত,
প্রবাহিবে ওতপ্রোত,
সেই কয়দিন দেখা, পেতে পাবে, নর।
দুর্দিন আসিবে যবে
রাজত্ব করিতে, তবে
আর না রহিবে কিন্তু যাবে দেশান্তর।

যাবে দেশান্তর, রবে, সেই কয়দিন,
দুর্দিন আসিয়ে হেথা,
দেবে যতদিন ব্যথা ;
তারপর সেও কালে হইবে বিলীন,
আবার আসিবে তুমি,
মাতাবে এ বনভূমি,
কেমনে আইস কিন্তু, ঠিক সেই দিন?

আছে কি নক্ষত্র কোন' প্রদর্শিতে পথ?
অথবা এ ঘূর্ণমান
পৃথিবীর গতি-টান
বুঝিতে? আসিতে ত্বরা আছে কি হে রথ?
সুখী পাখি! সুখী হও,
সুখে চিরকাল রও,
পার কিন্তু বলে দিতে পার কি সে পথ? ৪৯

কোন পথে গেলে পারে পূরে মনোরথ?
বহুপথ ফিরিয়াছ,
বহু স্থান দেখিয়াছ,
বল দেখি কোথা, কিন্তু, দেখেছ এমত—
সকলেই একরূপ,
একমাত্র আছে ভূপ,
নাহি যেথা বিচারিতে সৎ কি অসৎ।

[পাপের পঙ্কেতে প্রাণ নাহি ডুবে যার।
অবশ্য কাছেই তার সে সুখ-আগার॥] ৫৮

প্রার্থনা ও অনুতাপ।

বড আশা ছিল মনে,— সাধিযে বে প্রাণপণে,
সংসাব-সমবাঙ্গনে লভিব বিজয ;
না ববে পাপেব লেশ, হবে না সহিতে ক্লেশ,
যাবে দূবে হিংসা দ্বেষ আদি, সমুদয।
অল্পে না কাতব হ'ব, নীববে সকলই স'ব
চিবসুখী, হাব! নবে, কে কোথায় এসে ?
আসে সুখ, বক্ষ পাতি' —মাৎসর্য্যে কিন্তু না মাতি'—
ল'ব তায, ধন্যবাদ দিব পবমেশে।
দুঃখ এলে, অশ্রুজলে না ভাসিব কোন কালে,
প্রবোধিব চিতে, "এতো আছেই নিযম!—
কেন বে উতলা মবি! গাও মন! গুণ তাঁবি;
তাঁব পদে বহে মন—সফল জনম।
কিন্তু আজি কাল-বশে, একি বে ঘটিল শেষে,
ভুলিনু যে যত বে সে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বেব!
অচলে চডিব ব'লে, এত যে এলাম চ'লে,
হা ভাগ্য! অতল-তলে পডিলাম ফেব!

গত জন্মে, কত পাপ কবিয়াছি, মনস্তাপ
তাই হেন নিশী-দিন হইতেছে পেতে।
আবাব এ জন্মে এ কি। কেমনে ধবম বাি,
ক্ষণেক' পাইনাত' বে সে নাম গাহিতে'

হায় বে যৌবনে পড়ি' বঙ্গ-বসে গড়াগড়ি'—
ভেঙেও না ভাঙে ঘুম, একি দায় মবি!
হেলায় সকল' যায়, কি উপায় হ'বে হায়'
কি নেশা! অসাড় কায়, উঠিতেত' নাবি।

পড়ে মনে,—কৌমাবে সে,— কত রুচি উপন্যাসে
ছিল যবে, পাঠকালে, কাঁদিয়াছি কত।
দেখেছি যথায় হায়! সতীব সতীত্ব যায়,
কবেছে আমায় তথা কত মর্ম্মাহত'

পড়ে মনে,—বাল্যকালে— উঠেছি মায়েব কোলে,
হেন কালে দেখি এক ভিক্ষু' অতি দীন,
ক্ষুধাব জ্বালায় জ্ব'লে কাঁদিতে কাঁদিতে চলে।
দেখি তায়, কত, হায়' কেঁদেছি সে দিন!

আবাব কখন' বা বে গিয়ে ভাগিবথী-তীবে,
যখন(ই) দেখেছি, লোক, বসেছে পূজায়,

কত সাধ তখন রে ইষ্ট দেবে পূজিবারে
হয়েছিল, সেইরূপ, আমার (ও) সেথায়।
মিনতি শ্রীপদে পিতঃ! করোনা হে মর্ম্মাহত,
নিজ গুণে সন্তানে হে তার' এ অকূলে!
নির্ব্বাপিত আঁখি-আলো, যেথা দেখি,—মেঘ কালো!
কেমনে চিনিব পথ, দেহ পথ ব'লে!
সবে, তুমি, সমভাবে দিয়ে কড়ি দেছ ভবে—
হাট করিবারে প্রভো! দেছ পাঠাইযে,
—কি বা কা'ব মনোমত'— দেখিতে, কে, কিসে রত।
তস্কবে আমারে কিন্তু নিল যে ঠকাযে!
পারেব(ও) সম্বল নাই, কেমনে বা ঘরে যাই,
কেমনে বা কড়ি, মূঢ়, যাক্সা পুনঃ করে!
সময়ে হে ডুবে গেছি, মরমে মরিয়ে আছি,
অবোধ বলিয়ে নাথ! ক্ষম হে কিঙ্করে।

প্রেমোচ্ছ্বাস।*

হৃদয়-মন্দিরে, স্থান করিয়াছি নিরূপিত।
এস হে ক্ষণেক ব'স, জুড়াই তাপিত চিত॥

অনিমিষ-আঁখি হয়ে, আছি তব পথ চেয়ে,
আশে প্রাণ যায় ব'য়ে, করোনা হে মর্ম্মাহত ॥ ১ ॥
অকূল এ পারাবার, কেমনে হব হে পার,
বিনে তুমি কর্ণধার ?—মোহান্ধ আমরা যত ॥ ২ ॥
সংসারে যতই কেন হো'ক না আবদ্ধ মন,
থাকে যেন, কিন্তু, প্রাণ, তব পদ-প্রান্তে, নাথ ! ॥ ৩ ॥

ফুলের হাসি।

Tell me not, in mournful numbers,
"Life is but an empty dream."—
H. W. Longfellow.

অনুপম মনোরম কি মাধুরী রে, তোমার অঙ্গেতে, সদা ফুল।
কি এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নিত্য ভরি রে! কি স্বর্গীয় ভাব একাতুল!
পার্থিব প্রীতির কাছে যা কিছু উত্তম আছে,
তোমার শোভার কাছে ধরা যদি যায়,
কে জিনে কে হারে, ফুল! তায়? —তুমি কি হারিবে?
সেতো কভু না সম্ভবে, মনে হেন গায়।
"অতুল ভুবনে, ফুল।" সেতো রে জানায়! ৭

একটু একটু করি' বাছি' বাছি' রে, আছে ভাল যা কিছু ধরায়,
প্রত্যেকটা হতে তার কিছু কিছু রে, দেছে ভাল বিধাতা তোমায়।
শ্রুতমাত্র——কত দূরে স্বর্গ ব'লে কি নাকি রে
আছে শান্তিময় এক স্থান মনোহর!
কে বল তা' করেছে গোচর? ——তুমি কি করেছ?
তাই হেন বিস্তারিছ সুষমা সুন্দর?
না থাকে দ্বিতীয়, স্বর্গ, এই ফুল'পর। ১৪
পরিমলে ঢল ঢল, কি নির্ম্মল রে, কোমল পাপ্‌ড়ি পরেপর!
মুকুতাগ্রথিত হার চঞ্চল, কি, রে। হাসে কি নীহার থরে থর!
বিজন বিপিন মাঝে, স্বভাব-সজ্জিত-সাজে,
বারেক ও মোহ' হাসি হেরিলে তোমার,
চায় কি হৃদয় কিছু আর? (তবে) কেমনে অসার
লোক, বলে, এ সংসার? মাত্রা সে কথার।
অথবা দেখেনি যে ফুল, এ কথা, তার। ২১
আঁখিতারা হারা রে, বিচ্ছেদ মিলনে। ভালবেসে কাঁদে পথে ব'সে,
চায় না'য, পায়নাত', সে, সে ধনেরে, প্রেমিক তাই সে হেন ভাষে;
প্রেমে পর-পদানত, অশ্রুজলে অবিরত
ভাসে নাকি, নিরাশায়, আপনি প্রেমিক,
সদা তার তাই সবে "ধিক"! ——"লম্পট ভ্রমর!

ফুল, বিরহে কাতর।"—দেছে মনে ঠিক।
চেনে না প্রেমের গোড়, পিয়াসা অধিক। ২৮

আত্মোৎসর্গ।*

তোমারি ধ্যানে, তোমারি জ্ঞানে, জীবন ভাসিয়ে যায় হে;
তোমারি মুখ পানে তাকায়ে, কাটে দিবারাতি, হায় হে॥
এ সংসার-মাঝে আমার, কে আছে হে তুমি বিনে আর,
তুমি আমার (হে) আমি তোমার, তোমা ছাড়া জানি কা'য় হে?॥১॥
উদিলে প্রাতে পূবরে রবি, হেরি সে তোমারি মুখ-ছবি,
কুসুম ফুটে আসব লভি', অলি সে মহিমা গায় হে॥২॥
যায় দিবা যায়, নিশা আসে, শশি-তারা ' তারা কত হাসে '
তোমারি আরতি তরেত' সে,—বসি' নীলাকাশে, হায় হে॥৩॥

[কবিতাটী সুরলয়ে গঠিত। এইরূপ তারাচিহ্নে চিহ্নিত আর যে দুইটী কবিতা, পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে সে দু টীও এইরূপে সুরলয়ে গঠিত। রাগিণী-তাল সূচীপত্রে দৃষ্ট হইবে।]

সংসার।

চিন্তা স্রোতে প্রকৃতির হেম হর্ম্মতলে,
দেখিলাম মোহময় লীলা খেলা সব।
ভাবিবে, ভাবের ঘোর, যত, দিবে ঢেলে,
দেখিবে কি যেন প্রাণে তত হাহারব।
জনমি' আজিও যে রে বুঝিনা বুঝেও,
কি বিষম নিয়ম এ তোমার, সংসার!
প্রশস্ত কোন সে পন্থা, জান? বলে দেও!
কোথা সে, হৃদয় ধায় পেতে যে আগার?

বালক—অদূরদর্শী ছিলাম সে যবে,—
ছিলাম কত তখন আনন্দে মগন।
বুদ্ধিতো অপরিপক্ক, প্রেমে প্রাণ ডুবে
ছিলনা কি কিন্তু হায়! ছিলনা তখন?
কি প্রভাতে, কি প্রদোষে, নিশায়, দিবায়,—
ভিন্ন ভেদ-জ্ঞান, ভিন্ন পার্থক্য পার্থিব।—
আবেশ-উদ্‌ভ্রম ভিন্ন কিছু কি সেথায়,
কিছু কি ছিল বাসনা, পাব কি দেখিব?

সতত উচ্ছ্বাস, শ্বাস পতনের স্বর
কেবল আভাস মাত্র অতি দূরে যেন,
কি এক প্রচণ্ড দৃশ্য ক্রমে ভয়ঙ্কর,
নিবিড় হতে নিবিড়, ধরে ভাব হেন।
ক্রমশঃ কৈশোরে আসি' কবি পদার্পণ,
নব ভাব, কি আবার, এ আবার হেথা '
অদৃশ্য যে দৃশ্যপট, স্পষ্ট তা এখন,
কেবলি হৃদয়ে কি সে জাগে যেন ব্যথা।

অর্থ-অনটন ক্রমে, সমর্থ সন্তান,
কবি বিদ্যা-শিক্ষা, তবু ছুটি অর্থ তরে।
যৌবনে হাসিয়ে ক্রমে ভেসে গেল প্রাণ,
ভীমভাব স্কন্ধে হায়। ডুবু ডুবু ভবে।
কি কাজে কে জানে, আমি, এসেছি হেথায়,
কোথা বাস ছিল, কোথা যেতে হবে ফের'
কি চাই, কি চাই যেন, পাইনাত' তায়,
ঠেকেও শিখিনা যে রে ঠেকেছিত ঢের।

